Year 3 | Issue 21
03 - 09 June 2016

বর্ষ ০৩ | সংখ্যা ২১
২১ জৈষ্ঠ্য ১৪২২
২৬ শাবান ১৪৩৭ হিজরী

দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

BANGLAD
10 MIN
Fast - Secure - Econom

ইউকেবিসিসিআই'র উদ্যোগে রুশানারা আলীর সংবর্ধণা

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ

লন্ডন, ৩ জুন ঃ বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের সদ্য নিযুক্ত বাণিজ্যিক দূত রুশনারা আলী এমপি।

গত ২৫ মে বুধবার বিকেলে পশ্চিম লন্ডনের একটি অভিজাত হোটেলে ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্ট অব

পৃষ্ঠা ৩৯

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ

কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রীজ'র (ইউকেবিসিসিআই) দেয়া সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে রুশনারা আলী এ আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা বড় দেশগুলোর একটি যুক্তরাজ্য। বর্তমানের যুক্তরাজ্যের ২৪০টি কোম্পানি বাংলাদশের বিভিন্ন খাতে কাজ করছে। দুই দেশের মধ্যে ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি বাণিজ্য হয়। এটি একটি বিশাল অংক এবং তা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এজন্য আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সাভারের রানা প্লাজা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে এ ধরনের ঘটনা রোধে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারকেও দায়িত্ব নেওয়ার আহবান জানান রুশনারা আলী। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। রুশনারা আলী বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার আগে যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আমি শর্ত দিয়েছিলাম, শ্রমিকদের উন্নত পরিবেশে, সুষ্ঠু প্রশাসন ও মানুষের সাথে ভালো আচরন করা না গেলে বাণিজ্য ও আর্থিক প্রবৃদ্ধি প্রমোট করতে পারবো না। ভালো কথা হচ্ছে , দুই দেশের সরকারই এ বিষেয়ে একমত হয়েছে। বাংলাদেশ তাঁর হৃদয়ে রয়েছে উল্লেখ করে রুশনারা দারিদ্র দুরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তসহ নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকা নিয়ে জুনে আয়োজিত গণভোটে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোট দেওয়ার আহবান জানান তিনি।

রুশনারা আলী ইউকেটিআই এর দূত নির্বাচিত হয়েছেন। তাই আমরা তার এই অর্জনকে সম্মান জানানোর জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমাদের এমন একজন মানুষ প্রয়োজন। তিনি বাংলাদেশের ব্যবসা ব্রিটেনে এবং ব্রিটেনের বাণিজ্য বাংলাদেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করবেন। আর এই সুযোগটিকে কাজে লাগাতে চায় ইউকেবিসিসিআই। তিনি আরো বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ ইউকেটিআইর সাথে কাজের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে গেছে। রোশনারা আলীর মাধ্যমে আমরা সেই শুন্যতা পুরণ করতে চাই। এর জন্য কমিউনিটির সকল ব্যবসায়ীকে এগিয়ে আসারও আহবান জানান তিনি।

ইউকেবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট বজলুর রশীদ এমবিই বলেন, আমাদের সংগঠন বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে এবং ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য কাজ করছে। ফলে বাণিজ্যিক দূত হিসেবে রুশনারা আলীকে পেয়ে আমাদের সেই কাজটি আরো সহজ হবে। আমরা সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার বরার্ট গিবসনকে বলেছিলাম, বাংলাদেশে একটি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করলে কেবল ব্রিটিশ বাংলাদেশীরা নয়, ব্রিটিশরাও বিনিয়োগ করবে। এটা আমাদের কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আর এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে দুই দেশের বাণিজ্যিক পরিবেশ আরো সহজ হবে। ইউকেবিসিসিআই'র ভাইস প্রেসিডেন্ট এম, এ রউফ বলেন দেশে ব্রিটিশ প্রবাসীরা হাউজিং সেক্টরে সহজে বিনিয়োগ করতে পারে। এ খাতের জন্য বিনিয়োগকারীদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার নিয়ম প্রচলন রয়েছে।

লন্ডনের সদ্য বিদায়ী বাংলাদেশ হাই কশিনের রাষ্ট্রদূত আব্দুল হান্নান বলেছেন, দুই দেশের বিনিয়োগ আকর্ষনে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার দরজা খোলা রয়েছে। এ বিষয়ে কাজ করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ তৈরি রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়ার প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আরো
বক্তব্য রাখেন ব্রেন্ট কাউন্সিলের মেয়র পারভেজ আহমদ এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নবাব উদ্দিন।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউকেবিসিসিআই'র সহ সভাপতি এম এ মালেক, ফাইন্যান্স ডাইরক্টর নাজমুল ইসলাম নুরু, ডাইরেক্টর হারুন মিয়া ও ডাইরেক্টর অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাফেয়ার্স আজাদ আলী।
সভা শেষে রুশনারা আলীর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয় ইউকেবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে।